উত্তরায় সোয়া কোটি টাকা ছিনতাই, রিমান্ডে সাগরের তথ্যে মিলল বাইক

ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর উত্তরায় এক কোটি ২১ লাখ ২৫ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় ব্যবহৃত পালসার মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
গত (২০ আগস্ট) বৃহস্পতিবার রাতে খিলগাঁওয়ের নন্দীপাড়ায় একটি আবাসিক ভবনের গ্যারেজ থেকে মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করা হয়।

ডিএল পেট্রোল পাম্পের ওই টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেপ্তার সাগর বাড়ৈ (৪০) বর্তমানে রিমান্ডে রয়েছেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্য অনুসরণ করেই মোটরসাইকেলটির অবস্থান শনাক্ত করা হয় বলে জানিয়েছে ডিবি।

LENS ASIA

শুক্রবার (২১ আগস্ট) দুপুরে মিন্টো রোডে ডিবি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান ডিবির উত্তরা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. ইলিয়াস কবির।

ডিবি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন , উত্তরার আলোচিত ছিনতাইয়ের ঘটনা তদন্তে শুরু থেকেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এরই মধ্যে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে অভিযান চালিয়ে সাগর বাড়ৈসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে চারটি আগ্নেয়াস্ত্র, কিছু টাকা এবং ছিনতাইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আলামত উদ্ধার করা হয়েছে। একই ঘটনায় র‍্যাব আরও তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে সাগর বাড়ৈ ও জলিল বর্তমানে ডিবির রিমান্ডে রয়েছেন।

ডিসি ইলিয়াস কবির আরও বলেন, সাগর বাড়ৈর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে খিলগাঁও থানার নন্দীপাড়া এলাকার হাফিজ উদ্দিন মাস্টার রোডের একটি ভবনে অভিযান চালানো হয়। ভবনটির গ্যারেজে রাখা অবস্থায় পালসার মোটরসাইকেলটি পাওয়া যায়।

ডিবি সূত্রে জানা যায়, ওই ভবনে সাগর নিজেকে ইতালিপ্রবাসী হিসেবে পরিচয় দিয়ে ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকতেন। উত্তরায় টাকা ছিনতাইয়ের পর ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি তিনি সেখানে রেখে আত্মগোপনে চলে যান।

তবে গ্রেপ্তারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সাগর দাবি করেন, মোটরসাইকেলটি গোপালগঞ্জে রাখা হয়েছে। তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী সেখানে অভিযান চালানো হলেও সেটির সন্ধান মেলেনি। পরে আরও জিজ্ঞাসাবাদে নন্দীপাড়ার গ্যারেজটির তথ্য পাওয়া যায়। সেই তথ্য যাচাই করে সেখানে অভিযান চালিয়ে মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করা হয়।

ডিবির উপ-পুলিশ কমিশনার বলেন, সাগর বাড়ৈ গ্রেপ্তার হওয়ার বিষয়টি জানতে পেরে খিলগাঁও নন্দীপাড়ার ওই বাসায় থাকা তার পরিবারের সদস্যরা মালামাল সরিয়ে অন্যত্র চলে যান।

ডিবি জানিয়েছে, ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত অন্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তার এবং ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তদন্ত এগোলে এ ঘটনায় আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে।